লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭
Port Blair• Wednesday • December 6, 2017
Arthik Lipi, Page 3

জি ডি বিড়লা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকেও মিলল না সমাধান সূত্র

প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবিতে অনড় অভিভাবক ফোরাম

স্টাফ রিপোর্টার : জি ডি বিড়লার অচলাবস্থা কাটাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবক ফোরামের বৈঠক কার্যত নিষ্ফলা। প্রিন্সিপালকে সরানোর পরেই হবে পরবর্তী বৈঠক। কর্তৃপক্ষকে সাফ জানিয়ে দিল অভিভাবক ফোরাম। চার বছরের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লাগাতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জি ডি বিড়লায় যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তার জন্যই মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। তিন ঘণ্টা ধরে এদিন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবক ফোরামের আলোচনা হয়। স্কুল খোলার ব্যাপারে জি ডি বিড়লা কর্তৃপক্ষ অভিভাবক ফোরামকে আবেদন জানালেও তা মানতে নারাজ তারা। স্কুল খোলার আগে প্রিন্সিপালকে সরাতে হবে। কর্তৃপক্ষকে একথাই তাদের তরফে জানানো হয় বলে বৈঠকের পর দাবি করেন অভিভাবক ফোরামের সদস্যরা। প্রিন্সিপালকে সরানোর পরেই তারা পরবর্তী আলোচনায় বসবেন বলেও কর্তৃপক্ষকে সাফ জানিয়ে দেয় অভিভাবক ফোরাম। এ ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ জি ডি বিড়লা কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে না পারলেও ২৪ ঘণ্টার সময় চেয়ে নিয়েছে। সেই মতো সময়ও দিয়েছেন অভিভাবকরা। আজ বিকেল পাঁচটায় অভিভাবক ফোরাম ফের জমায়েত করবে স্কুলের সামনে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শোনার পরই আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তারা।

গত বৃহস্পতিবার চার বছরের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করে জি ডি বিড়লা স্কুলের দুই শিক্ষক। সেই ঘটনাতেই বিচারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে জি ডি বিড়লার অভিভাবকরা। একদিকে যেমন তারা স্কুলে নিজেদের সন্তানদের সুরক্ষা সুনিশ্চিৎ করার দাবি তুলছেন, অন্যদিকে তারা প্রিন্সিপালের অপসারণ ও গ্রেফতারির দাবিও জানিয়ে আসছেন। তাদের অভিযোগ, প্রথম থেকেই তথ্য গোপন করার চেষ্টা করেছেন প্রিন্সিপাল শর্মিলা নাথ। সেই কারণেই তাঁর অপসারণ চাইছেন অভিভাবকরা। এদিনের বৈঠকের পর অভিভাবক ফোরামের তরফে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়েছে, 'প্রিন্সিপাল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ে আলোচনা চেয়েছিল কর্তৃপক্ষ। আমরা তাতে রাজি হইনি। আমরা বলেছি, আগে প্রিন্সিপালকে সরাতে হবে। এই নিয়ে আর আমরা আলোচনা করতে চাই না। কাল আমরা তখনই আলোচনায় বসব যখন কর্তৃপক্ষ জানাবে যে, প্রিন্সিপালকে সরানো হয়েছে।'

অভিভাবকদের আন্দোলনের জেরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে স্কুল খুলতে ভয় পাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। তাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করতেই এদিন অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে জি ডি বিড়লা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই বৈঠক থেকেও বেরলো না রফাসূত্র। আজ জি ডি বিড়লা কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্ত মেনে অভিভাবক ফোরাম ফের আলোচনায় বসে কি না, সেদিকেই নজর সকলের।

লালবাজারে প্রিন্সিপালকে জেরা

স্টাফ রিপোর্টার: রানিকুঠির বেসরকারি স্কুলে নার্সারির ছাত্রীর যৌন হেনস্থার ঘটনায় লালবাজারে প্রিন্সিপাল শর্মিলা নাথ। ১ ডিসেম্বর রানিকুঠির ওই স্কুলে যৌন হেনস্থার শিকার হয় নার্সারির এক ছাত্রী। ঘটনায় ৩ ডিসেম্বর প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও প্রতারণার অভিযোগ ছাড়াও পকসো আইনের ২১ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। মঙ্গলবার সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি লালবাজারে আসেন। সেখানেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সোমবার এই শাখার দুই অফিসার যান জি ডি বিড়লা স্কুলে। তারা সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে কথাও বলেন। এই ঘটনায় চার সদস্যের একটি বিশেষ কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। লালবাজারের এক পুলিশ আধিকারিক ছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা দফতর, রাজ্য শিশুসুরক্ষা কমিশন, আইসিএসসি দিল্লি বোর্ডের একজন করে আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন। শর্মিলাদেবীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তের প্রয়োজনে তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে, বলেও জানা গেছে। এ বিষয়ে নির্যাতিতার শিশুর বাবার সঙ্গে গতকাল কথা বলেছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। এই ঘটনায় স্কুলের আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে পুলিশ সূত্রে খবর। গত বৃহস্পতিবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। পরের দিন সকাল থেকেই অভিভাবকরা জিডি বিড়লা স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রথমে ঘটনার কথা প্রিন্সিপাল অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। প্রিন্সিপাল গোটা বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ তুলে তার গ্রেফতারির দাবি জানাতে পথে নামেন অভিভাবকরা। গত রবিবার টালিগঞ্জে প্রিন্সিপালের গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ করেন অভিভাবকরা। ওইদিনই যাদবপুর থানায় তার বিরুদ্ধে। এর পরেই লালবাজারে ডেকে পাঠানো হয় তাকে। এদিন সাড়ে দশটা নাগাদ লালবাজারে পৌঁছান তিনি। তারপরেই শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যন্ত চলে জেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি জিডি বিড়লা স্কুলের প্রিন্সিপাল। তাই ফের তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এদিনই লালবাজারে বয়ান রেকর্ড করা হয় নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবার। বাড়িতে গিয়ে নির্যাতিতার মায়ের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আজ এসএসকেএমে নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা হতে পারে।

নাইট শেল্টারের জন্য ফাঁকা জমির সন্ধান

স্টাফ রিপোর্টার: **শহরে বেশ কিছু জায়গাতে আরও কিছু নৈশাবাস তৈরি করতে চলেছে পুরসভা। সেই জন্যই ফাঁকা জমি খুঁজছিল পুরসভা। মঙ্গলবার পুরসভার মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার জানান, 'নৈশাবাস তৈরির জন্য আরও একটি ফাঁকা জমি পাওয়া গেছে পুরসভার ১৩৬ নং ওয়ার্ডে। তিনি আরও বলেন, ' কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু করা হবে'। শহরে বর্তমানে ৪০ টি নৈশাবাস রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫ টি রাজ্য সরকারের এবং কলকতার পুরসভার ৫ টি। এই নাইট শেল্টারে গড়ে ৬০ জন করে মানুষ আশ্রয় নিতে পারেন। প্রায় কাজের প্রয়োজনে, চাকরির পরীক্ষা দিতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন এই শহরে। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই নাইট শেল্টার তৈরি করছে পুরসভা।**

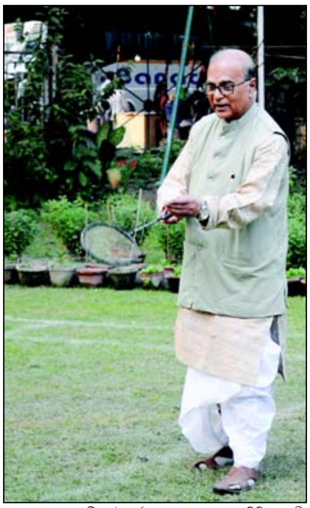

খেলার মেজাজে প্রদীপ ভট্টাচার্য। - *অরিজিৎ গাঙ্গুলী*

ঝুলে রইল অন্ডাল বিমানবন্দরের ভবিষ্যৎ

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা বিমানবন্দরে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হবে। মঙ্গলবার এই প্রকল্প চালু করলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী অশোক গজপতি রাজু। ২০১৬ সাল থেকে সোলারের মাধ্যমে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হত কলকাতা বিমানবন্দরে। নতুন করে ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হওয়ার ফলে মোট ১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হবে কলকাতা বিমানবন্দরে। বছরে ১৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এই নতুন ব্যবস্থায়। তবে অন্ডাল ও কোচবিহারে নতুন বিমানবন্দরের জট এখনই কাটছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, এখনই উড়ান প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে না বাংলার এই দুই বিমানবন্দরকে। ফলে নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দর ও বাগডোগরা ছাড়া অন্য কোনও বিমানবন্দরে ভবিষ্যৎ ঘিরে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রইল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, উড়ান প্রকল্পের আওতায় দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র সরকার। দেশের মোট ৭১টি বিমানবন্দর রয়েছে। এই সংখ্যাকে ৮০ অবধি নিয়ে যেতে চাইছে সরকার। এই প্রকল্পে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যে বিমানবন্দর সক্রিয় করার পরিকল্পনা করছে সরকার। উল্লেখ্য, ঘটা করে অন্ডাল বিমানবন্দর চালু করা হলেও ক্ষতির কথা ভেবে সেখান থেকে বিমান ওড়াতে রাজি হচ্ছে না বিমান সংস্থাগুলি। ফল অন্ডাল বিমানবন্দরের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। অন্ডাল বিমানবন্দর নির্মাণে ৮০ শতাংশ ব্যয়ভার ছিল কেন্দ্রের আর ২০ শতাংশ ছিল রাজ্যের। কিন্তু উদ্বোধনের পর বিমান সংস্থাগুলি ক্ষতির অজুহাত দেখিয়ে অন্ডালে যেতে রাজি হচ্ছে না। এক্ষেত্রে উড়ান প্রকল্পের আওতায় অন্ডালকে আনা হলে এই বিমানবন্দরকে সক্রিয় করা সম্ভব হত বলে মনে করছে রাজ্য। কিন্তু এদিন মন্ত্রী সরাসরি জানিয়ে দেন প্রথম দফায় এমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

দমদমের সেন্ট স্টিফেন্সে বিতর্কিত নোটিস ঘিরে উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার: দমদমের সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের একটি নোটিস ঘিরে বিতর্ক দেখা দিল। নোটিসে স্পষ্ট ভাষায় লেখা, স্কুলের কিছু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের সম্মানহানি করার চেষ্টা করছে। যারা এই কাজ পুনরায় করবে তাদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। নোটিসে প্রিন্সিপালের সই রয়েছে। স্কুলের নোটিস ঘিরে দুশ্চিন্তায় পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের ধারণা তদন্ত ছাড়াই কাউকে স্কুল থেকে বের করা হলে এটা চিন্তার বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের ধারণা জিডি বিড়লার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের দোষ ত্রুটি ঢাকতে গিয়ে নোটিস ঝুলিয়েছে। সূত্রের খবর, শিক্ষকদের আচরণের প্রতিবাদ করে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সোশ্যাল সাইটে বেফাঁস মন্তব্য করে। এর জেরে এক ছাত্রকে সাসপেন্ড করা হয়। এর পরে বিষয়টি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাতে না যায় সেই কারণেই নোটিস বলে মনে করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী যারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে তারা এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত।

চিঠির ভাষায় স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে স্কুলের মধ্যে কোনও ঘটনা ছাত্র-ছাত্রী বা তাদের অভিভাবকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রকাশ করলে স্কুল কর্তৃপক্ষ কড়া পদক্ষেপ নেবে, কোনওভাবেই তা রেয়াত করা হবে না। টিসি হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। এই নোটিস দেখার পর পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে কী করণীয় তাদের, স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যম যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলে কোনওভাবেই তাদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রিন্সিপালের সচিব তুহিন সাহা বলেন, তাদের এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নোটিসের বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র প্রত্যুষ সরকারের মতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হলে তাকে বিতাড়িত করা উচিত নয়। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র কেভিন জাঠানির মতে স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কিছু বললে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

রাস্তা সৌন্দর্যায়ন করতে উদ্যোগী পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: শহরের বেশ কিছু রাস্তা সৌন্দর্যায়ন এবং চওড়া করার উদ্যোগ নিচ্ছে পুরসভা। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় এলাকার পল্লিশ্রী থেকে লেক গার্ডেন্সের লর্ডসের মোড় পর্যন্ত রাস্তা সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করেছে পুরসভা। ১০ নম্বর বরো চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'একদিকে গল্ফগ্রিনের রাস্তার ফুটপাত সংস্কার করে পেভার ব্লক বসানো হচ্ছে'।

তিনি আরও বলেন, 'এর জন্য পুরসভার তরফ থেকে ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে পল্লিশ্রীর মোড় থেকে লর্ডসের মোড় পর্যন্ত রাস্তায় ডিভাইডার করে বাগান হচ্ছে'। পুরসভার রাস্তা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, পুজোর পর থেকে শহরের রাস্তার পুরোদমে মেরামত ও ফুটপাত মেরামতের কাজ চলে। তাই শহরের বেশ কিছু জায়গাতে রাস্তার মেরামত পুরোদমে চলছে। এদিকে পুরসভার ১০১ নং ওয়ার্ডে পাটুলির ৪৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে মূল রাস্তা সুবোধ মল্লিক রোডে রাস্তা চওড়া করার কাজ চলছে।

রাস্তাটি ছিল ৩৫ ফুট চওড়া। সেটা বাড়িয়ে ৬৫ ফুট করা হচ্ছে। ওই রাস্তার উপর গাড়ি চলাচল এত বেড়ে গিয়েছে যে যানযট কমানোর জন্য রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে বলে জানা গেছে পুরসভা সূত্রে। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুরসভার রাস্তা বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'যে সব রাস্তার উপর বেশি যান চলাচল হয়, সেই রাস্তাতে জায়গা থাকলে চওড়া করে দেওয়া হবে। শহরে আরও কিছু রাস্তায় এই উপায়ে চওড়া করা হবে।

৫ মার্চ থেকে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার: **মার্চের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন। দু'দিন ব্যাপী রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিমুদ্দিন। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'মার্চের ৫, ৬,৭,৮ রাজ্য সম্মেলন হবে। রাজ্য কমিটিতে এটাই ঠিক হয়েছে।' তার আগে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানিয়েছেন সিপিএমের পলিট ব্যুরোর সদস্য। সূর্যকান্ত মিশ্র এদিন বলেন, তৃণমূল ও বিজেপির সম্মিলিত আক্রমণ চলছে। যত দিন যাচ্ছে ততই তার তীব্রতা বাড়ছে। মানুষের ক্ষোভও বাড়ছে। তারা রাস্তায় নামছেন। মানুষকে সঙ্গে নিয়েই বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে বলে স্পষ্ট করে দেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। এদিকে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতে আজ রাস্তায় নেমে মিছিল করবে সিপিএম।**

স্কুলেই নির্যাতন বলে স্বীকারোক্তি ধৃতের, গণেশের পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা

স্টাফ রিপোর্টার: এমপি বিড়লা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি অভিভাবকদের। মঙ্গলবার এই দাবি তোলেন বিক্ষোভরত অভিভাবকেরা। অবশেষে নিজের দোষ স্বীকার ধৃত মনোজ মান্নার। এদিন আলিপুর আদালতে সরকারি আইনজীবী বলেন, 'জেরায় নিজের দোষ স্বীকার করেছে মনোজ মান্না। গণেশ নামে ওই স্কুলেরই এক কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মাঝেমধ্যেই ওই শিশুকে যৌন নির্যাতন করত বলে মেনেও নিয়েছে ও।' ধৃতকে পসকো আইনে এক সপ্তাহের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তবে কে এই গণেশ? মনোজ মান্নার পর এবার স্ক্যানারে এই গনেশ। দ্বিতীয় এই ব্যক্তিকে নিয়েই সাড়ে তিন বছরের ছাত্রীকে যৌন অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী পুলিশের কাছে গোপন জবানবন্দীতেও নার্সারির ছাত্রীটি 'গনেশ আঙ্কেল'-এর কথা জানায়। তবে প্রশ্ন উঠেছে কে এই গণেশ? তবে অপর অভিযুক্তের পরিচয় নিয়ে রীতিমতো টালবাহানা এমপি বিড়লা কর্তৃপক্ষের। স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য,'গণেশ নামে কেউ এমপি বিড়লার সঙ্গে জড়িত নয়। এমনকী স্কুলের রেজিস্টারেও এই নামে কেউ নেই।' অন্যদিকে স্কুলের ভিতরে কোনও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি বলে নিজেদের দাবিতে অনড় এমপি বিড়লা কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, 'স্কুলে ৯০টি সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। এই ঘটনা স্কুলে ঘটলে তা ধরা পড়ত।' তবে এখন প্রশ্ন উঠেছে এই গণেশকে নিয়ে। দ্বিতীয় অভিযুক্ত আদৌ স্কুলের কর্মী নয় বলে এমপি বিড়লা কর্তৃপক্ষ বললেও, তা মানতে নারাজ অভিভাবকেরা। তাঁদের পাল্টা বক্তব্য,'গণেশ স্কুলেরই কর্মী। ডাক নাম সামনে আসায়, তার অস্তিত্ব স্কুলের রেজিস্টারে পাওয়া যায়নি। এখানেই বাচ্চা আনা নেওয়ার কাজ করত ওই অভিযুক্ত। অভিযোগ সামনে আসায় তাকে ছাঁটাই করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।' অভিভাকদের একাংশের দাবি,'গণেশ বলে কেউ আছে বলে আমরাও জানি না। পুলিশের কাছে ওই অভিযুক্তের ছবি চেয়ে পাঠিয়েছি। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।' সোমবার অবস্থান-বিক্ষোভের সময় যেভাবে অভিভাবকদের উপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ, এরপর আর প্রশাসনের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না অভিভাবকেরা। বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, 'পুলিশ আসল অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছে। তাই অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করানো হোক।' ঘটনা ঘটলেও আদৌ পুলিশ কোনওভাবে নির্যাতিতার পরিবার ও অভিভাবকদের সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ। আর তাই এই নির্যাতনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত চাইছেন অভিভাবকেরা।

এম পি বিড়লায় যৌন হেনস্থা কান্ড